Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

শ্রীগবিভূষণ কীর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখা বা লেখা দিয়ে কে
কবে মাকে বাঁধতে পেরেছে ?
ছবির কারবার তো আলো
আর ছায়া নিয়ে। মা
যে আমার "আঁধার পেরিয়ে
আলা।"* লেখার কারবার
তো কথা নিয়ে। মা যে
বলেছেন "কথা মানে থাক'।"
তবু মন চায় মায়ের ছবি,
মায়ের কথা।

"মায়ের কোলের অবোধ শিশু
বাঁধা মায়ের মায়ার টানে।"
সব-ই তো মায়ের খেলা।

---

* চণ্ডীদাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

K Bose

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নয়া প্রকাশিকা"র পক্ষে—
প্রকাশক— শ্রীহেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায়
২৩।২৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান— ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সিণ্ডিকেট
২৩।২৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মুদ্রাকর— শ্রীশ্রীশকুমার চক্রবর্ত্তী
নভেল প্রেস
১০৯-বি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

মূল্য এক টাকা
চারি আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

কালীদা'র শ্রীহস্তে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

—বিভু

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

"আনন্দময়ী মা"—মায়ের জীবন-বারিধির ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়; কয়েকটি তরঙ্গের কিঞ্চিৎ আখ্যান মাত্র। সহস্রধারায় অভিব্যক্ত মায়ের লৌকিক ও অলৌকিক লীলার কয়েকটি চিত্র এই পুস্তিকাতে অঙ্কিত হইয়াছে, খণ্ড খণ্ড অসংলগ্ন ঘটনার আলম্বনে। মায়াময়ী মায়াতীতা বিশ্বজননী। যাঁহার শৈশব নাই, কৈশোর নাই, যৌবন নাই, বার্দ্ধক্য নাই, তাঁহারই শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বর্ত্তমান অবস্থার কাহিনী-সঞ্চয়ন লিপিবদ্ধ হইয়াছে সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাষায়। লেখক তাঁহাকে দেখিয়াছেন সেই চোখে, শিশু যে-চোখে দেখে জননীকে। তাঁহার এই প্রাণস্পর্শী রচনা এবং "গঙ্গাসমীরণ"-সংকলিত "মায়ের মুখের কথা" মরমী পাঠকের পক্ষে মাতৃসঙ্গ সমতুল্য।

প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
আনন্দময়ী মা	...	....	১
মায়ের মুখের কথা	...	....	৬৪
গান			
৺ভাইজী-কৃত মাতৃবন্দনাষ্টক		...	৮৬
মা	....	...	৮৭
অজানা মা	...	....	৮৯
সৃষ্টিছাড়া মা	...	...	৯০
ভক্তিহীনের মা	...	....	৯১
নন্দিনী মা	...	...	৯৩
ঘুম-ভাঙানি মা	...	...	৯৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রসূচী

		পৃষ্ঠা
নন্দিনী মা	...	১
"রূপ-অরূপের আড়ালে" মা	...	২০
"চুম্বক টানে তোর আঁখি-তারা উন্মন করে মন বাণী-হারা"	...	২১
"বুক-ভরা হাসি তোর মুখ-ভরা মা প্রাণ-হরা হাসি তোর ভালবাসি মা"	...	৬৪
"কুন্তল কৌমুদী কৃষ্ণচূড়া"	...	৬৫
বাবা ভোলানাথ	...	৯৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

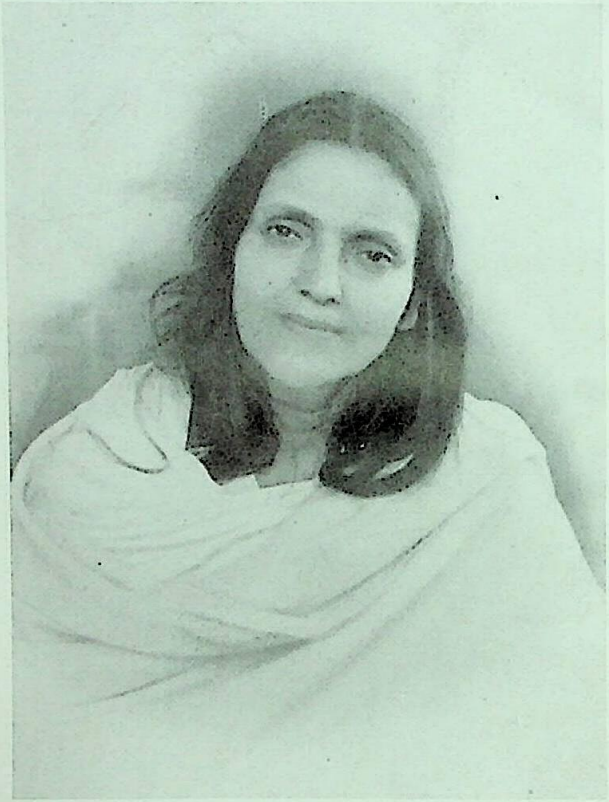

কতো লীলায় জাগাও মাগো
এই নিখিলের চিত্তটিরে
কভু হাসির লহর লীলায়
কভু ব্যথার আঁখিনীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দিনী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

শিশু যখন তার মাকে চেনে, অবোধের সেই চেনায় কোন ফাঁক থাকে না। একান্ত আপন ও একমাত্র নিজস্ব করেই সে তার চেনার মধ্যে মাকে পায়। বহু-বিচিত্র বিশাল জগতকে অতিক্রম করে এই চেনাটিই হয়ে থাকে তার কাছে অদ্বিতীয় সত্য। এর পরে ধীরে ধীরে আসে তার জানার পালা। অপরিজ্ঞাত রহস্যের দিগন্ত-বিস্তৃত বালুবেলায় খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ জ্ঞানের সংগ্রহ যত বাড়তে থাকে ততই বাড়ে তার জানার অভিমান। সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের চেনার রঙটি ফিকে হয়ে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অনির্ব্বচনীয় লীলা-রহস্যের ভূমিকায় এই কথা কয়টির তাৎপর্য্য আছে, কারণ আমরাও যেমন চিরন্তন শিশু, তিনিও তেমনি চিরন্তনী বিশ্বজননী। লৌকিক লীলায় তিনি আমাদের সমসাময়িক একথাও যেমন সত্য, অলৌকিক মহিমায় তেমনি আবার তিনিই সমস্ত স্থান-কাল-পাত্রের অতীত সত্বায়—অনন্তের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিতা। এই মাকে আমরা অবোধের চেনায় চিনি কিন্তু জ্ঞানাভিমানের জানায় জানি না। আমাদের চোখে ধরা পড়ে তাঁর স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল লীলাচঞ্চল অভিব্যক্তি—কিন্তু এই লীলারূপের মাঝে তিনি সীমাবদ্ধ নন। আমরা দেখি তাঁর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় এও তাঁর আসল রূপ নয়। বিচার করতে গেলে পদে পদে বিচারের খেই হারিয়ে যায়। কেবল মনে হয় তাঁর মধ্যে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খণ্ডই কেমন করে যেন অখণ্ড হয়ে উঠেছে, সমস্ত বিরোধ—আকর্ষণ বিকর্ষণ মিলে মিশে একাকার হয়ে উঠেছে। তাঁকে পরিমাপ করবার মত নেই কোন মানদণ্ড, নির্দ্ধারিত করবার মত নেই কোন সংজ্ঞা। লৌকিকভাবে যাঁর জন্ম-জীবন আমাদেরই মত, এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে, তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার কোন উপায় নেই। এই সত্য কথাটি বোঝবার জন্যই শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক জীবন-নাট্যের আলোচনা প্রয়োজন।

মায়ের জন্ম হয়েছিল ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ—ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। জন্মস্থান ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত খেওরা গ্রাম। পিতা ৺বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, মাতা মোক্ষদাসুন্দরী। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বিত্তাধিক্য না থাকলেও বংশমর্য্যাদা ও ধর্ম্মভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পিতা ছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্যবান পুরুষ। তাঁর অনুরাগ ছিল হরিসঙ্কীর্ত্তনে। দেবদ্বিজে ভক্তিমতী জননী শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভবাসকালে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং এই সমস্ত অলৌকিক দর্শন কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত চলেছিল।

ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রীশ্রীমা সাধারণ শিশুর মত কাঁদেননি। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি নিজের মুখে বলেছিলেন "কাঁদবো কেন? আমি যে তখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমগাছ দেখছিলাম।" এছাড়াও আরও যেসব কথা বলেছেন তাতে মনে হয় এই অলৌকিক নবজাতকের বরাবরই ছিল পূর্ণজ্ঞান। সেই সময়ে কে, কখন, কিভাবে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন—এ সবই তাঁর জানা ছিল। তখন থেকেই সব সময়ে সমাধির মত একটা ভাব লেগে থাকতো। কীর্ত্তন শুনলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের ঘোরে শরীরের নানারকম অলৌকিক অবস্থা হ'ত। একান্ত শিশু বয়সের এই সব ভাবান্তরের রহস্য কারুর চোখেই পড়তো না। দিনের আলোয়, রাত্রির অন্ধকারে, শিশুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে, অনাদিকালের এই মহাশিশু দুর্জ্ঞেয় মহাভাবের শৈশবলীলায় অপ্রকাশ হয়ে রইলেন। শৈশবের পরে এলো বাল্যকাল। এখনও সেই একই ভাবের খেলা। যথারীতি স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। অসাধারণ মেধায় একবার যা' পড়েন তা' আর দ্বিতীয়বার পড়তে হয় না। কিন্তু একবারের এই পড়াটিই বড় একটা হয়ে ওঠে না। তথাপি আজন্ম বিজয়িনীর জয়পত্র ললাটে ধারণ করেই যিনি জন্মেছিলেন, কোথাও কোন অবস্থায় তাঁকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়নি। পাঠ্যপুস্তকের পঠিত অংশের চেয়ে অপঠিত অংশ অনেকগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যখন পরীক্ষা নিয়েছে কেমন করে যেন ঠিক পঠিত অংশ থেকেই তা' নিয়েছে। এমনি করে লেখাপড়া আরও অনেকদূর এগিয়ে যেতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বিশাল মানবতার মর্ম্মকোষে যাঁর আনন্দলীলার খেলাঘর, তিনি কেন এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন। অতএব স্কুলের পড়া বেশিদিন আর চল্‌লো না।

কৈশোরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত খেলায় ধূলায় এই ভাবেই কাটলো। বাগানে বাগানে আম কুড়িয়ে, সরোবরের জলে মাতামাতি করে, হাস্যে পরিহাসে আর পাঁচজন সমবয়সীর সঙ্গে সমভাবে তিনি বড় হতে লাগলেন। কিন্তু তবু লোকের চোখেও বিশেষ একটু পার্থক্য ধরা পড়তে লাগলো। সবাই দেখে সৃষ্টিছাড়া মেয়েটিকে আর অবাক হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। সবাই লক্ষ্য করে এর যেন আপনপর বলে কোনরকম বোধ নেই। রূপে অনিন্দ্যসুন্দরী না হয়েও মুখে চোখে ভাবে ভঙ্গীতে চলনে বলনে এমন একটা নাম-না-জানা কি যেন আছে যে চোখ ফেরানো যায় না। সরলতা দেখে মনে হয় যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন নির্লিপ্ত উদাসীন। খেতে বসে হাঁ করে আকাশ পানে তাকিয়ে আছেন। চোখে পলক নেই। গান শুনছেন না ধ্যান করছেন বোঝা যায় না। নিজের আনন্দে নিজেই আছেন বিভোর হয়ে। সর্ব্বদাই মনে হ'ত যেন আকাশ পাতাল কি এক স্বপ্নের ঘোরে তন্ময় হয়ে আছেন। আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে—কোন হুঁস নেই। যারা তাঁর এই আনমনা ভাব দেখতো—অনেকেই মনে করতো মেয়েটির বুদ্ধি একটু কম। কিন্তু তবু এই অল্পবুদ্ধি সহজ সরল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়েটির কী যে একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিলো, তাকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারতো না। গ্রামের ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই যেন এই অসাধারণ বালিকার অপরিজ্ঞাত প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে থাকতো।

এই স্বপ্নময় কৈশোরের মাঝখানে—মায়ের বয়স যখন বারো বছর কয়েকমাস মাত্র—তাঁর জীবনে এলেন স্বামীরূপে বাবা ভোলানাথ। মায়ের আনন্দময়ী নামটি তখনো হয়নি। পিতৃপ্রদত্ত নির্ম্মলাসুন্দরী নামেই ছিল তাঁর পরিচয়। ভোলানাথও তখন রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত ছিলেন। বিবাহ হ'ল ১৩১৫ সালে। বালিকা-বধূ আবক্ষ ঘোমটা টেনে যথারীতি শ্বশুরঘর করতে গেলেন। বিবাহের পরে শ্বশুর মাত্র বছর দুই জীবিত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের বধূজীবনের শিক্ষানবিশী চলতে লাগলো ভাসুর শ্রীরেবতীমোহনের অন্তঃপুরে।

অন্তঃপুরিকারূপে মায়ের এই সময়কার জীবনযাত্রার ধারাটি কৌতূহলোদ্দীপক। ঢাকা—জগন্নাথগঞ্জ রেল-লাইনে ষ্টেশন-সংলগ্ন ছোট্ট একটি রেলওয়ে কোয়ার্টার। এইখানে, রেবতীবাবুর সংসারে ভ্রাতৃজায়ারূপে দীর্ঘ চা'র বছর ধরে লোকচক্ষের অন্তরালে মা লুকিয়ে রইলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রইলো না বটে কিন্তু গভীরের যে অনুপম খেলাটি মায়ের লৌকিক সত্বাকে আশ্রয় করে ইতিপূর্ব্বে সুরু হয়ে গিয়েছিল,—ধারায় ধারায় তার মহাপ্রকাশ এই নিভৃতেও সমভাবে চলতে লাগলো।

সংসারের কোন কাজে মায়ের আলস্য ছিল না। গৃহস্থালীর ছোট বড় যাবতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য তিনি নিঃশব্দে করে যেতেন। স্নেহে সেবায়, লজ্জা সরমে কোনখানে থাকতো না কোন ত্রুটী। বধূত্বের অভিনয় হ'ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যখন যে কাজে হাত দিতেন তাই যেন মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে হয়ে উঠতো অপূর্ব্ব। কিন্তু এই সবের মাঝখানেও সদাসর্ব্বদা জেগে থাকতো অন্যজগতের আর একটি ভাব। দিবারাত্রির সমস্তক্ষণ কাটতো এই ভাবের ঘোরে। সাংসারিক কাজকর্ম্মগুলি যেমন এই ভাবের ঘোরে যন্ত্রের মত করে যেতেন, তেমনি আবার এই একই ভাবের ঘোরে দেহের মধ্যে প্রকাশিত হ'ত কত রকমের আসন-মুদ্রা প্রাণায়ামের ক্রিয়া। কার দেহ, কিসের ক্রিয়া, কিছুই যেন তাঁর বোধ থাকতো না। মনে হ'ত যেন তিনি কোথাও বসে একটির পর একটি করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভাবের অসংখ্য অভিব্যক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন। মনে হত শরীরের মধ্য দিয়ে, শরীরকে উপলক্ষ্য করে, যেগুলি নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে, তাদের উপরে তাঁর নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা, চাওয়া পাওয়ার কোনরূপ প্রভাব নেই। দেহের বীণায় ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে কোন্ অলক্ষ্যের বহু-বিচিত্র সুরগুলি আপনা আপনি যেত বেজে এবং তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো তাঁর সর্ব্বক্ষণের হাসি-কান্না, চলাফেরা ইত্যাদি শরীরের সাধারণ ক্রিয়াগুলি।

যে সময়কার এই ঘটনাগুলি তখন মায়ের বয়স অল্প; সাংসারিক অভিজ্ঞতা বা পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র নেই। লৌকিক হিসাবে যাকে দীক্ষা বলে তা' তিনি কোনদিনই পাননি। কাকে আসন বলে, কাকে প্রাণায়াম বলে সে সব কিছুই কারুর কাছে শেখেননি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক কথায় ধর্ম্মজগতের তথাকথিত শিক্ষা কিছুই তাঁর ছিল না। কিন্তু ভিতরের যে সত্বাটি—তার বুঝি বাইরে থেকে কোন কিছু শিক্ষার বা গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তাই ভাবের ঢেউগুলি যখন যেমন আসতো, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের তটভূমি পরিপ্লাবিত করে তেমনিতর ভাবরূপই উঠতো ফুটে। স্থান, কাল, সময়, অসময় কিছুই থাকতো না। হয়তো বা নিবিষ্ট মনে রান্নার কাজে ব্যাপৃত আছেন—এমন সময়ে অতি অকস্মাৎ এলো এই ভাবান্তরের স্রোত। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত দেহটি বেঁকেচুরে এক রকমের হয়ে গেল। জ্বলন্ত উনানের পাশেই হয়তো নির্জীবের মত ঢলে পড়লেন; আগুনে চড়ানো ডাল-তরকারি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রথম লোকে মনে করতো—ঘুম। গৃহস্থঘরের বধূর পক্ষে এ আচরণ শোভন বলে মনে হ'ত না। অবশ্যম্ভাবীরূপে কপালে জুটতো নিন্দা ও অল্পবিস্তর নিগ্রহ। কেউ বল্‌তো মৃগীরোগ। মাঝে মাঝে চিকিৎসার চেষ্টাও হ'ত। কিন্তু রোগের আসল মূলটি যেখানে ততদূর পর্য্যন্ত কোনরকম ঔষধের ক্রিয়াই পৌঁছাতো না। ফলে এ রোগ দিনে দিনে বেড়েই চললো। নিত্য নূতন উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো। কিছুটা লোকচক্ষে ধরা পড়লো, কিছুটা বা লোকচক্ষের অন্তরালেই রয়ে গেল।

বিবাহের পরে প্রথম চা'র বছর ভোলানাথকে কর্ম্মসূত্রে কতকটা দূরে দূরেই থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে যে কয়েকবার দাদার বাড়ীতে ইতিমধ্যে আসা যাওয়া করেছিলেন, তা'তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের যথাযথ পরিচয় বিশেষ কিছু না পেলেও তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন যে এখানকার ব্যাপার একটু অন্যরকম। যখনই তিনি মায়ের কাছে আসতেন তখনই বোধ করতেন কি একটা অস্পষ্ট অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যেন উভয়ের মাঝখানে প্রাচীরের মত খাড়া হয়ে আছে। একা ঘরে স্বামী নব-পরিণীতা বধূর সান্নিধ্যে এসে দেখলেন তিনি কি এক অলৌকিক ভাবে যোগাসনে বসে আছেন। আর একটু কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো দেখলেন প্রাণায়ামের প্রবল উচ্ছ্বাস সেই দেহকে আশ্রয় করে সুরু হয়ে গেল। ভীতচকিত হয়ে তিনি দূরে দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে লাগলেন। হয়তো বা তাঁর বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টির সমক্ষেই মায়ের দেহবর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়ে কখনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালো, কখনো হল্‌দে, কখনো সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কখনো মনে হতে লাগলো মূর্চ্ছা, কখনো মনে হতে লাগলো মৃত্যু।

বলাবাহুল্য এই সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করে বাবা ভোলানাথ মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। এমনিতর ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় দূরে থাক, এসব তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুস্থ মানুষটা—কাজে-কর্ম্মে, কথায় ব্যবহারে—কোন দিক দিয়ে যার এতটুকু ত্রুটী নেই, তার মধ্যে এসব কি বিসদৃশ ভাবান্তর! দুশ্চিন্তা থেকে মাঝে মাঝে আসতো অর্থহীন ক্রোধ, নিদারুণ ক্ষোভ। বিড়ম্বিত ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে ভোলানাথ কর্ম্মান্তরে চলে যেতেন। নিজের মনে নিজেকে কখনো কখনো সান্ত্বনা দেবার জন্য ভাবতেন হয়তো বা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনর্থের উপশম হবে। নিষ্ফল সান্ত্বনায় যখন মন প্রবোধ মানতো না তখন ভোলানাথ অস্থির হয়ে উপায়ান্তর চিন্তা করতে বসতেন। মনে মনে সঙ্কল্প করতেন—এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ঘরের বউ স্বেচ্ছাচারিণীর মত নিজের ভাবে চলবে, এ কেমন কথা? যদি নিতান্তই এ ভাব ছাড়ানো না যায় তা হলে বাধ্য হয়ে তাঁকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করতে হবে বলেও মাঝে মাঝে ভোলানাথ রাগের মাথায় মাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করতেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ত না। নির্বিকার যে ভাবটি নিজের খুসিমত মায়ের দেহাশ্রয়ে নিজের খেলাটি খেলে যেত, কোন কিছুতেই তার ব্যতিক্রম ঘটানো যেতো না। নিজের অজ্ঞাতসারে—হয়তো বা কতকটা নিরুপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েই, ভোলানাথ মায়ের এই বিচিত্র ভাবাবেশ-গুলিকে খানিকটা শ্রদ্ধা ও খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গে দিনে দিনে স্বীকার করে নিতে লাগলেন। অন্ততঃ এইটুকু তিনি বুঝলেন যে ভাবান্তরগুলি মায়ের ইচ্ছাকৃত নয় এবং কোনরূপ লৌকিক সত্বা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীনেও নয়। মায়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা দিনে দিনে তাঁর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করতে লাগলো। এইরূপে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দোটানায় পরিচয়ের প্রাথমিক অধ্যায়টি সমাপ্ত হল।

ভাসুরের মৃত্যুর পরে ভোলানাথের কর্ম্মস্থল অষ্টগ্রামে যখন মা নিজের সংসারে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিতা হলেন তখন তাঁর বয়স ১৭।১৮ বৎসর মাত্র। এতদিন পর্য্যন্ত ভাসুরের সংসারে ও পিতৃগৃহে, দেবীভাবের প্রকাশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। নিতান্ত কাছের লোক যারা তারাই কেবল মায়ের দুর্ব্বোধ্য লীলা চোখে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এইবারে মা এলেন নিজের ঘরে। চারিদিকের দেয়ালগুলি একে একে ভেঙে পড়তে লাগলো। অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বারের বাইরে ছিল যে বিশ্ব-সংসার,—এতদিনে খুলে গেল তার সৌভাগ্যের দ্বার। বিশ্বজননী এলেন বিশ্বের ঘরে।

১৩২৪ সালে, সেটল্‌মেণ্টের কাজে বদলী হয়ে, ভোলানাথ মাকে নিয়ে এলেন বাজিতপুরে। মায়ের দেহে যে অলৌকিক ভাবগুলির ক্রিয়া প্রকাশ হ'ত সেগুলি এখন আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ হতে লাগলো। প্রথম প্রথম মা নিজের হাতে সারাদিন সংসারের যাবতীয় কাজই করে যেতেন। কখনো কখনো গৃহকর্ম্মের মাঝখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকস্মাৎ এসে যেতো ভাবান্তরের প্রবাহ। প্রণতির ভাবে, পূজার ভাবে দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়তো। সংজ্ঞাহীন দেহটি পাথরের মত স্থির হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমভাবে অবস্থান করতো। পলকহীন দৃষ্টি একভাবে প্রহরের পর প্রহর স্থির হয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে দেহ থেকে তীব্র জ্যোতিঃর প্রকাশ হ'ত। সারাদিনের মধ্যে এক-বিন্দু জল পর্য্যন্ত কখনো কখনো তাঁকে পান করানো যেতো না। সন্ধ্যার পরে ভাব আরও গাঢ় হয়ে উঠতো। দুরূহ আসনগুলি, কঠিন মুদ্রা-গুলি একটির পরে একটি করে তাঁর দেহের আধারে প্রকাশিত হ'ত। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত ভাবে ভাবে দেহটি আশ্চর্য্যভাবে আবর্ত্তিত হতে থাকতো।

সারারাত্রি ধরে শ্রীশ্রীমায়ের দেহে এই অত্যদ্ভুত ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ খেলা করতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোলানাথ ঘরের একপাশে নিজের শয্যায় বসে বসে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে এই খেলা দেখতেন। মাঝে মাঝে তাঁর বিস্ময় অকস্মাৎ আতঙ্কে পরিণত হ'ত। এই অমানুষিক, অতি-মানবীয়, অলৌকিক নাট্যের একমাত্র দর্শকরূপে গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হ'ত এ যেন বাস্তবজগতের কোন একটি ঘটনা নয়। শ্বাসের অস্বাভাবিক গতিতে শরীর কখনো বা কাঠের মত শক্ত হয়ে যেতো। প্রাণপণ চেষ্টায় ভোলানাথ মায়ের হাতপায়ের আড়ষ্টভাব দূর করতে না পেরে হতাশ হয়ে বসে থাকতেন। কখনো তাঁর মনে হ'ত ব্যাপারটি আগাগোড়াই ভৌতিক। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোজার সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়াতেন।

পাড়াপ্রতিবেশীর যে কোন ব্যাপারে পল্লীগ্রামের কান সজাগ। লোকের মুখে মুখে মায়ের কথাও খানিকটা ছড়িয়ে পড়লো। কেউ চুপ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

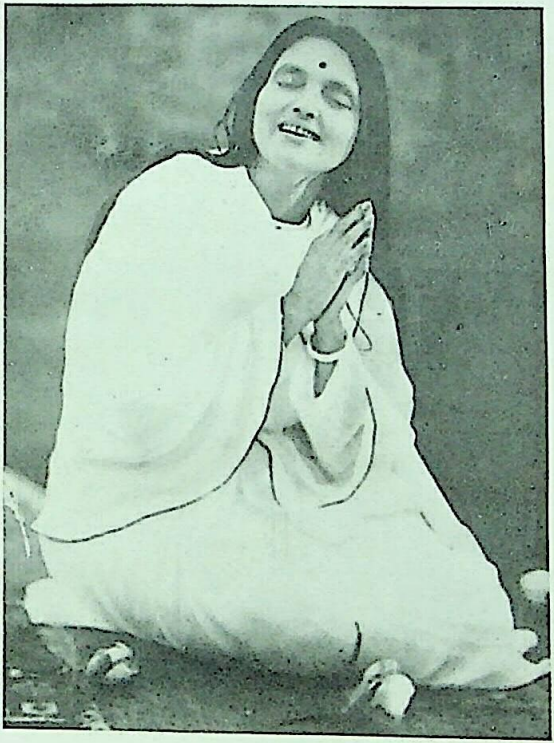

"রূপ-অরূপের আড়ালে" মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুম্বক টানে তোর আঁখি-তারা
উন্মন করে মন বাণী-হারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনলো, কেউ বা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লো। কোন কোন তথ্যান্বেষী মায়ের শয়নকক্ষের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভাবাবস্থার কিছুটা দেখে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াতে লাগলো। অনেকেরই মনে বিশ্বাস জন্মালো যে ব্যাপারটা ভৌতিক না হয়ে যায় না। এইরূপে ঘরে ঘরে মায়ের খ্যাতি যেমন ছড়িয়ে গেল তেমনি আবার লোকের আসা যাওয়াও আশানুরূপভাবে গেল কমে। জনবিরল আবাসে মা অখণ্ডভাবে নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন।

১৩২৯ সালের বৈশাখ মাস থেকে মায়ের ভাবের বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছিল। সাধারণ বুদ্ধির বিচারে এ পরিবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। যে বস্তু বা ব্যাপারের কোন অংশই লৌকিক বুদ্ধির গোচর নয়—সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্লেষণ বা সীমানির্দ্দেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায় না। মায়ের নিজের মুখের কথা থেকে জানা যায় যে এই বছরের শ্রাবণ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন শুভক্ষণে অলৌকিকভাবে আপনা আপনি তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। কিসের এ দীক্ষা, কেন এ দীক্ষা, কেমন এ দীক্ষা—সে সব কথা কারুর জানবার উপায় নেই। বাইরের দিক থেকে এইটুকুই কেবল বলা যায় যে এর পর থেকে মা যেন আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। প্রথম কয়েকমাস অবিরত ধারায় নামজপ চল্‌তে লাগলো। মাঝে মাঝে অনর্গলভাবে অশ্রুতপূর্ব্ব দেবভাষায় স্তব-স্তোত্রাদি উৎসারিত হতে লাগলো। কয়েকমাস পরেই মা অকস্মাৎ একদিন মৌন হয়ে গেলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে চল্‌লো এই একটানা স্বেচ্ছাকৃত মৌনতা। আহারের পরিমাণ কম্‌তে কম্‌তে প্রায় অনাহারের পর্য্যায়ে এসে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজিতপুর বাসের মেয়াদ শেষ হল ১৩৩০ সালের শেষভাগে। এর পরে মা এলেন ঢাকার শাহ্‌বাগে। ইতিপূর্ব্বে অলৌকিকভাবে মায়ের কাছেই দীক্ষা নিয়ে বাবা ভোলানাথ ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং বোধ করি সেই ঘটনার পর থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের আসল স্বরূপটি তাঁর কাছে অনেকখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শাহ্‌বাগের প্রকাণ্ড বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ভোলানাথ যখন সেইখানে বসবাস সুরু করলেন, তখনো পর্য্যন্ত মায়ের জীবনযাত্রায় অন্তঃপুরিকার আভাষ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। মাথায় বড় ঘোমটা, চওড়া লালপাড়ের শাড়ী, বড় সিঁদুরের ফোঁটা, ঘরগৃহস্থালীর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম, কুলবধূর মত সলজ্জভাব—এ সমস্ত যেমন ছিল, তেমনি আবার এরই পাশাপাশি ছিল একটি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাসিনীর ভাব। মুখমণ্ডলে এমন একটি স্বর্গীয় স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, ছলছল চোখ দু'টিতে এমন একটি ভাব-বিহ্বলতা নিত্য বিরাজ করতো যে প্রথম দর্শনেই মনে হ'ত যে এই মুখ, এই চোখ কোন সাধারণ মানুষের হওয়া সম্ভব নয়। কথাগুলি জড়ানো—অস্পষ্ট। মনে হ'ত যেন তারই মধ্যে বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য্য তরল হয়ে ঝরে পড়ছে। কখনো মনে হত সহজ সাধারণ মানুষের মত হাসিখুসি ভাব। আবার কখনো আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতায় যেন অন্য এক জগতের ভাবমূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান জীবনীকার শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে মায়ের কীর্ত্তনে ভাবাবেশের এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমরা সকলে মা'র কাছে বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি মা'র সমস্ত শরীর দুলিতে লাগিল, মাথার কাপড় পড়িয়া গেল। চোখ বুজিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে, কিন্তু শরীর যেন কীর্ত্তনের তালে তালে নামের সঙ্গে দুলিতেছে। এই ভাবে দুলিতে দুলিতেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু শরীর যেন ছাড়িয়া দিয়াছেন, যেন কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে শরীরে নানারূপ ক্রিয়া হইতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া পরিষ্কার বোঝা যায় এর মধ্যে নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই। মা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে—যেন একবার পড়ি পড়ি করিয়াও বাতাসে ভর করিয়াই —উঠিতেছেন। সমস্ত ঘরটা এইভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। যেন কি ভয়ানক নেশায় মাতাল। যিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই কত কাজ করিতেছিলেন, তিনি যেন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ঊর্দ্ধ ও পলকহীন চক্ষু, মুখে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ, যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে, সমস্ত শরীরে রক্তাভা, দেখিতে না দেখিতে দাঁড়ান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা হইতেই একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেলেন.....পড়িয়াই, যেমন ঘূর্ণাবায়ুতে কাগজ কি পাতা উড়াইয়া নেয়—তেমনি ভাবে শরীর দ্রুত ঘুরিতে লাগিল। আমরা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে বেগ সামলান অসম্ভব। কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া বসিলেন। চোখ বুজিয়া আছেন, আসন করিয়া আছেন—স্থির ধীর অচল অটল।"

"মা বসিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে উচ্চৈঃস্বরে পরিষ্কারভাবে নাম করিতে লাগিলেন—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে" শুধু এইটুকুই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গাহিতে লাগিলেন। কি সে সুর, আজও তাহা মনে করিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এমন মধুর ধ্বনি আর কখনও শুনি নাই। সবই নূতন। সকলেই এ ব্যাপার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় নূতন দেখিলেন, কারণ মা'র ভাব এতদিন খুব গোপনেই ছিল, সকলের সামনে কীর্ত্তনের মধ্যে তিনি এইভাবে আর কখনও বাহির হন নাই।"

শুধু কীর্ত্তনের সময়ে বা বিশেষ কোন অবস্থায় যে এইসব আশ্চর্য্য ভাবগুলি হ'ত তা নয়। সর্ব্বসময়ে, সর্ব্ব-অবস্থাতেই মা থাকতেন এক একটা অপ্রাকৃত ভাবের ঘোরে। এই ভাবগুলিই ছিল তাঁর সনাতন ও স্বাভাবিক অবস্থা। ভাবানুযায়ী ব্যবস্থায় মাসের পরে মাস নিজের হাতে কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না। অপরের হাতে যাহা গ্রহণ করতেন তা'ও অনাহারেরই নামান্তর। সকালে গুণে গুণে তিনটি ভাত, ও রাত্রে তিনটি ভাত খেয়ে কতদিন কেটে যেত। একদিন পরে সামান্য মাত্র একটু জল খেয়ে কেটেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত মাস। ইচ্ছাকৃত খাদ্য সংযম হলে এর ফলে শরীর ভেঙে যেতো। কিন্তু এসব কোন ব্যবস্থায় নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনরূপ সংশ্রব ছিল না। কখনো কখনো দেখা যেত বাগানের বৃক্ষলতার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলেও সে আঘাত মায়ের শরীরে ফুটে উঠতো। সবাইকার মুখে আহার করার ভাবটি যতদিন থাকতো ততদিন দেখা যেতো একেবারে বিনা আহারেও মায়ের শরীর সুস্থ এবং সবল রয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের অলোকসামান্য ভাবমহিমা পর্য্যবেক্ষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এগুলির আবির্ভাব বা তিরোভাবের কার্য্যকারণ-সম্মত কোন রকম নিয়ম বা রীতি নেই। একটির পর একটি করে ভাবগুলি আসে, সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর দিয়ে সেই সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের অনুরূপ ক্রিয়াগুলিও প্রকাশ পায়। দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মনের সমস্ত অনুরাগ বিরাগ যেন কোন অনির্দ্দেশ্য বিধানের ইঙ্গিতে তৎভাবে ভাবিত হয়ে অনিবার্য্য একটি অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে যে বিভূতির প্রকাশ হয় তার মধ্যেও থাকে না আমিত্বের কোন সংশ্রব। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই, মায়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"তাঁহার স্থিতি অটল। দেহ নানা সময়ে নানা সাজে সাজিয়াছে বটে—যখন যে ভাবে সাজিয়াছে, তখন সেই অভিনয়ই যথাবৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন,—তিনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আছেন। সেইখানে থাকিয়াই সাক্ষীরূপে নির্ব্বিকারভাবে দেহ ও দেহাশ্রিত সংসারের অভিনয় দেখিয়া যাইতেছেন। এই যে ক্রিয়ার মধ্যে অকর্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া শুধু দ্রষ্টারূপে অবস্থান,—ইহা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত রহস্য।”

এই ভাবাতীতা মহাভাবরূপিণী রহস্যময়ীর স্বরূপগত পরিচয় পাওয়াও যেমন অসম্ভব, দেওয়াও তেমনি অসম্ভব। বড় জোর কতকগুলি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনার বা অসংলগ্ন উদাহরণের মালা গেঁথে বুদ্ধির দৈন্য প্রচার করা যায়। মাকে চেনার পক্ষে সে প্রচেষ্টা অর্থহীন জেনেও মায়ের লৌকিক জীবনলীলার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা মাত্র এখানে দেওয়া যায়।

শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে যে দিব্য আকর্ষণী-শক্তির স্ফূরণ হয়েছিল তারই অপ্রতিহত প্রভাবে কয়েকটি সৌভাগ্যবান ব্যক্তির এই সময়ে সমাগম হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রকাশের লগ্নটি আসি আসি করেও এ পর্য্যন্ত ঠিক আসেনি। অতএব মায়ের এই প্রথম ভক্তমণ্ডলী আয়তনে খুব বড় ছিল না। ক্রমে ভক্তসংখ্যা বাড়তে লাগলো। ভোলানাথের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং পরোক্ষ আদেশে মা ঘোমটা মাথায় দিয়েই এঁদের কারও কারও সঙ্গে দু'চারটি কথা যদি বা বল্‌তেন—কিন্তু কাহাকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। দূর থেকে যাঁরা প্রণাম করতে আসতেন তাঁদের মধ্যে সকলেই যে নিষ্কাম-ভাবে আসতেন তা' নয়। বিশ্বজননীর দরবারে অর্থী, প্রার্থী, আর্ত্ত, পীড়িত সকল রকমের ভক্তই এসে উপস্থিত হতেন এবং যাঁর যতটুকু প্রাপ্য তিনি হয়তো বা তার অতিরিক্ত কিছুই নিয়ে যেতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে মাকে কেন্দ্র করে ঢাকার শাহ্‌বাগে প্রথম মাতৃমণ্ডলী গড়ে উঠলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-বিস্তারের অলৌকিক কাহিনীর আভাস দিতে হলে প্রথমেই বলতে হয় সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কথা। এই মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে মায়ের যোগাযোগ কি ছিল তা একমাত্র মা'ই জানেন। বাজিতপুরে অবস্থানকালে মা ভাবাবেশে যখন এই স্থানটির উল্লেখ করেন—তখন এ উল্লেখের তাৎপর্য্য কারুর কাছেই ধরা পড়েনি। কোথায় এ মন্দির, কেমন এ মন্দির সে কথাও কেউ জানতো না। মানসচক্ষে তখনই মা এ মন্দির দেখেছিলেন এবং ঢাকায় এসে ভোলানাথকে দিয়ে কিছু কিছু সন্ধানও এর করিয়েছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরের সন্ধান মিললো অতি অপ্রত্যাশিতভাবে। দেখা গেল বন জঙ্গলের মধ্যে পূর্ব্বদৃষ্ট মন্দিরটি—যেমনটি মা দেখেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই—যেন মায়ের আসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। পূর্ণ সাতদিন সাতরাত্রি মা এই মন্দিরে অবস্থান করলেন এবং এর পর থেকেই জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানটিকে কেন্দ্র করে রহস্যময়ী মায়ের আর একটি রহস্যের খেলা সুরু হয়ে গেল। ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরের উত্তর দিকে মায়ের আদেশে ভক্তদের চেষ্টায় সাতদিনের মধ্যে একটি ঘর উঠলো এবং মহাসমারোহে বাসন্তীপূজার অনুষ্ঠান হ'ল। পূজা ও আনুসঙ্গিক কীর্ত্তনাদির ব্যাপারে মায়ের দেহ আশ্রয় করে বহু অলৌকিক ভাব-বিভূতির প্রকাশ হয়েছিল এবং মায়ের নাম বাংলাদেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মায়ের জীবনে বিভূতির প্রকাশ যেমন নূতন নয়, নামের প্রচারও তেমনি উল্লেখযোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন ব্যাপার নয়। দেহাত্মবোধহীন অবস্থায় খ্যাতির বিভূতি অন্যান্য অজস্র স্বপ্রকাশ বিভূতির মতই মায়ের কাছে ছিল অর্থহীন। বিশ্বের জননী যিনি তাঁকে অখ্যাত কুটিরের রুদ্ধদ্বার কক্ষে চিরদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। মেঘাবরণ বিদীর্ণ করে মহাদ্যুতির পরম প্রকাশ না হয়েই পারে না। অতএব এখনকার এই বৃহত্তর পটভূমিকা এক হিসাবে শ্রীশ্রীমায়ের চিরাচরিত জীবনধারায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের সূচনা করে না। একা ঘরে মা যেমন ছিলেন জনতার মাঝখানেও মা ঠিক তেমনিই রইলেন ঃ তেমনিই নির্ব্বিকার, তেমনিই উদাসীন, তেমনিই অনাসক্ত, তেমনিই সুদূর।

কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে, অতি অভাবনীয় ভাবে, এই সময়েই ঘটলো একটি মর্ম্মান্তিক পরিবর্ত্তন। সিদ্ধেশ্বরীর স্থানে ঘর উঠার অনতিকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেই ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে মা গেলেন বৈদ্যনাথে। ঢাকার ভক্তদের আনন্দের হাট এই যে ভাঙ্‌লো—এ ভাঙাহাট আর কোনদিনই তেমন করে জম্‌লো না। এর পরে কত জায়গায় মায়ের কত আশ্রমই গড়ে উঠলো, কিন্তু মা যেন আর কখনো কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারলেন না। অল্পদিনের জন্য যদি বা ঢাকায় ফিরে ফিরে এসেছেন, দু'দিন না যেতেই যেন অস্থির হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশের টানে ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন। পিছনের কোন বন্ধন, কোন আহ্বান, কোন মমতা আর তখন এই নির্ম্মম মমতাময়ীকে সঙ্কল্পিত যাত্রাপথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। কতবারই দেখা গেছে মায়ের যাঁরা প্রিয়জন তাঁদের অশ্রুসিক্ত মিনতিও আর একটি দিনের জন্যও মাকে কোনস্থানে ধরে রাখতে পারেনি। সঙ্কল্প বিকল্প কোনদিনই যাঁর নেই, সেই মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনিতর আচরণের পিছনে কোথাকার কোন ইঙ্গিত আছে তা' কে বলবে!

ঢাকার ভক্তমণ্ডলীর বড় সাধের রমণার আশ্রম যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন শ্রীশ্রীমায়ের স্বভাবের মধ্যে এই পলাতকা বৃত্তিটা সুস্পষ্ট-ভাবে স্থায়ী আকার ধারণ করেছে। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে যেদিন ভক্তমণ্ডলীকে নিয়ে মা কীর্ত্তন-সমারোহে নূতন আশ্রমে পদার্পণ করলেন সেদিন কারুর মনে এ সম্ভাবনার উদয় হয়নি যে, মিলনোৎসবের এত আনন্দ এত শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হবে। পরের দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রমে কীর্ত্তনের বিরাম ছিল না। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও ভাবের বিরাম নেই। এরই মধ্যে, প্রায় মধ্যরাত্রির কাছাকাছি—মা বললেন—"তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজই ঢাকা ছেড়ে যাব। বাধা দিলে শরীর ত্যাগ করেই চলে যাব।" যাওয়ার কোন রকম কথাই এপর্য্যন্ত ছিল না। কোথায় যাবেন, কোথাকার ট্রেনে কোন্ সময়ে যাত্রা করবেন—কিছুরই নাই স্থিরতা। কিন্তু যেতে যে হবেই তাতে কোন ভুল নেই। যেমন ছিলেন সেই অবস্থায় একবস্ত্রে মা আশ্রম ত্যাগ করলেন। প্রথমে যে ট্রেন এলো তাতেই উঠে, অন্তরের ইঙ্গিতে যেখানে খুসি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

এখন থেকে বরাবরের জন্য এই নিয়মটাই কায়েমী হয়ে রইলো যে সংযোগ বিয়োগের যাবতীয় ব্যাপারে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাটাই হয়ে থাকবে প্রথম ও শেষ কথা। প্রথম প্রথম একমাত্র ভোলানাথ কখনো বা মৃদুভাবে আপত্তি করতেন। কিন্তু কয়েকবারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিজ্ঞতায় তাঁর এ উৎসাহটুকুও শেষ পর্য্যন্ত আর রইলো না। আর সবাইকার মত তিনিও বোধ করি বুঝে নিলেন যে জাগতিক স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার কোনরূপ বন্ধনেই নিত্যকালের নিরাসক্তকে বেঁধে রাখা যায় না। এই কথাটি বোঝাবার জন্যই মা কথাচ্ছলে কতবার বলেছেন—"যা দেখ, সবই শরীরের খেলা মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে কারও সঙ্গে আমার এতটুকু সম্বন্ধ বা বন্ধন নেই। শরীরের আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় সকলের উপরেই আমার এক ভাব। কোন পার্থক্য বুঝি না বলেই সকলকে নিয়েই আছি। কাকে ত্যাগ করবো—কাকে ধরবো? সবই যে আমার কাছে সমান!" এর পরে ভোলানাথও যে চুপ হয়ে যাবেন—তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বস্তুতঃ রমণায় মায়ের প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে মা যে খেলাটি খেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসছেন সেটি এই 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জনের' খেলা। মুক্ত বিহঙ্গমের মত আপন খুসির খেলায় বিভোর হয়ে, সংকল্পের হাওয়ায় হাওয়ায় দেশ হতে দেশান্তরে তিনি লঘুপক্ষ বিস্তার করে ভেসে বেড়ান। জানা অজানার বিচার থাকে না, চেনা অচেনার থাকে না কোন বিভেদ। কে যে আপনার কে যে পর তাও বোঝা যায় না। কখনো বলেন না 'আমি তোমার মা'। ভাবাবেশের সময়ে ছাড়া কখনো দেন না আত্মপরিচয়। যার কাছে যখন যান আদরিণী কন্যাটির মত স্নেহের দাবীতে অসঙ্কোচে দু'টি বাহু প্রসারিত করে দেন। এতটুকু চোখের চাওয়ায়, এতটুকু মুখের কথায়, একটি কণা হাসিতে, অচেনা অজানা দেশ-বিদেশের নরনারীর হৃদয়গুলি অবহেলায় আত্মসাৎ করে মা পরক্ষণেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবলীলাক্রমে সেখানকার সদ্য-গড়ে-ওঠা আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে নিজের ভাবে কোন্ দূর-দুর্গমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। যতক্ষণ মা সবাইকে নিয়ে সবাইকার কাছে থাকেন, ততক্ষণ প্রত্যেকেরই মনে হয় যেন এ আনন্দ মিলনের সমাপ্তি নেই। আবার যখনি চক্ষের নিমিষে একদা অকস্মাৎ অতি অপ্রত্যাশিতভাবে নিশীথরাত্রির অন্ধকারে, নিঃশব্দে চোরের মত চিরদিনের লীলাপথে মা অদৃশ্য হয়ে যান, তখন সবাই বোঝে শ্রীশ্রীমা—একদিক দিয়ে যেমন সবার আপন আর একদিক দিয়ে আবার কারুরই নন। কিন্তু তবু মায়ের পায়ে-চলা পথের দু'টি পাশে জড়ো হয়ে থাকে বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বাঁধা নবাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণগুলি। একদিন না একদিন তাঁদের কথা মনে করে মা আবার তাঁদের মাঝখানে ফিরে আসবেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিশ্চিত আশার প্রদীপটি জ্বালা থাকে তাঁদের শূন্যমনের মন্দিরে।

শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক-লীলার অন্যতম পার্ষদরূপে ৺জ্যোতিষচন্দ্র রায়—'ভাইজীর' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে মায়ের নাম শুনে তিনি দেখতে আসেন। প্রথম দর্শনেই এঁর মনে মায়ের ভাবঘন মূর্ত্তিখানি এমন দৃঢ়ভাবে বসে গেল যে, তাঁর নিজের কথায়—'তিনি তাঁর মানুষী অবয়বে অষ্টাদশবর্ষব্যাপী নিত্যধ্যেয়া চতুর্ভুজা ইষ্টমূর্ত্তির স্থান অনায়াসে অধিকার করে বস্‌লেন।' এর পরে দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে মায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলা-রহস্যের পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়ে, শ্রদ্ধার সাহচর্য্যে ভাইজী মাতৃময় হয়ে উঠলেন। মায়ের জন্য তীব্র আকুলতা, মায়ের উপরে শিশুর মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্ত নির্ভরতা, মায়ের নামে আত্মহারা তন্ময়তা, মায়ের কথায় অখণ্ড বিশ্বাস—এক কথায় পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের সমস্ত লক্ষণগুলিই ধীরে ধীরে তাঁর চরিত্রে পুষ্পের মত বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংসারের যাবতীয় পূর্ব্ব সংস্কারগুলিও যথারীতি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু সমাজ সংসারের চিরন্তন নাগপাশ নিজের দাবী সহজে ছাড়তে চায় না। ভাইজীর জীবনেও অনিবার্য্যরূপে এসে দেখা দিল সাংসারিক প্রতিক্রিয়ার সুবিপুল সংঘাত। বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীরূপে একদিকে ছিল কর্ম্মজীবনের বন্ধন। তা'র উপরে এসে চাপলো আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুস্পষ্ট প্রতিকূলতা। স্ত্রী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোষণা করলেন। আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিলেন অভিশাপে, ধিক্কারে, কুৎসায়, নিন্দায় আকাশ কালো করে তুললেন। কিন্তু ভাইজীর বিশুদ্ধ ভাবময় সঙ্কল্প এই প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে যেন স্বকীয় কেন্দ্রটিকে আরও স্বর্ব্বস্বপণ করে আঁকড়ে ধরে রইলো। একদিকে রইলো সমগ্র জগৎ-সংসার আর একদিকে, ভাইজীর ধ্যান-জ্ঞান সমস্ত জুড়ে—এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে রইলেন শ্রীশ্রীমা। ভক্ত ও ভগবানের যে খেলাটি, দীর্ঘদিনের একটানা সাহচর্য্যে, ভাইজীকে উপলক্ষ্য করে জমে উঠেছিল—তার তুলনা যদি বা পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়, সমসাময়িক ইতিহাসে অনুরূপ আত্মসমর্পণের উদাহরণ দুর্লভ বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক মহিমাকে কিছুমাত্র খর্ব্ব না করেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একথা হয়তো বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, ভাইজী তাঁর জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও শরণাগতির প্রভায় তাঁরই দেওয়া আনন্দময়ী নামটিকে অধিকতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন।

ভাইজীর জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে এখানে বলা যাবে না। এক হিসাবে তার প্রয়োজনও নেই—কারণ জীবিতকালেই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ এমন নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের লেশমাত্রও যেন আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই, আত্মবিলুপ্ত জীবনের অবসানে অবধারিত মৃত্যু যেদিন এলো সেদিনও সেই অত্যাসন্ন মৃত্যুকে তাঁর নূতন কিছু বলে বোধ হল না। দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন তা'তে যে কোন শ্রোতার মনে হতে পারতো যে তিনি মৃত্যুর মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন মায়েরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি রূপ। তাই মৃত্যুর মধ্যেও ছিল আনন্দ, মৃত্যু হয়ে উঠেছিল সুন্দর। সন্তান-বৎসলা মা শিয়রে বসে শেষ পর্য্যন্ত ভাইজীর পরিচর্য্যা করেছিলেন। শেষমুহূর্ত্তে ভাইজী বলেছিলেন "মা'কে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দেখতে পাচ্ছি"—এবং তার পরেই, শিশু যেমন করে আধ-ঘুমঘোরে জননীর প্রসন্ন মুখখানি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনি করে ভাইজীও মায়ের কোলে মাথা রেখে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছিলেন।

ভাইজীর মহাপ্রয়াণকে উপলক্ষ্য করে মৃত্যুর পটভূমিকায় শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবৈচিত্রকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে পূর্ব্বাপর কোন অবস্থাতেই মায়ের এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়নি। মনে হয়েছে যেন মায়ের বড় আদরের শিশু সন্তানটি সারাদিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূলাখেলা সাঙ্গ করে যথাসময়ে মায়েরই কোলে অখণ্ড শান্তির সুখশয্যায় বিশ্রামলাভ করেছে। মনে হয়েছে, মৃত্যুরূপে স্বয়ং মা যেন নিজেই শ্রান্ত-ক্লান্ত শিশু সন্তানটিকে ঘুমের ঘরে টেনে নিয়ে বহির্জগতের কপাটখানি ভেজিয়ে দিয়েছেন। ভাইজীর দেহত্যাগের পরদিন কথা হয়েছিল, মা ভাইজীর শেষ বিশ্রামের পরম পবিত্র স্থানটি স্বচক্ষে দেখতে যাবেন। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যেমনই হোক যাত্রাকালে মা অকস্মাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ছয়দিন পর্য্যন্ত মা এই অবস্থায় একভাবে রয়ে গেলেন। ভাইজীর শেষশয্যায় এযাত্রা আর মায়ের পদধূলি পড়লো না।

শ্রীশ্রীমায়ের পার্ষদগণের কথা বলতে গেলে কায়ব্যূহরূপিণী গুরুপ্রিয়া দেবী এবং মরমী ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোড়াতেই বলতে হয়। আজন্ম ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবীর সৌভাগ্য-মহিমা তাঁর মাতৃদত্ত নামের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক জীবনের সর্ব্ববিধ ছোট বড় ঘটনার অন্তরালে ছায়ার মত আত্মগোপন করে, সবাইকার সর্ব্ব প্রয়োজনের 'খুকুনীদিদি' রূপে প্রথম থেকেই তিনি মায়ের সঙ্গিনী শিষ্যা, ও ভক্তিমতী সেবিকা। মায়ের শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে প্রথম দর্শনেই ইনি মায়ের শ্রীচরণে দেহ-মন-প্রাণ বিনা সর্ত্তে এমন করে সমর্পণ করেছিলেন যে পৃথক অস্তিত্বের বোধটুকুও আর ছিল না। তখন থেকেই এঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ত যেন কতদিনের পুরাতন, জন্মজন্মান্তরের পরিচয়সূত্রে ইনি মায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চিরসন্ন্যাসিনী যেন কোন পরম পরিণতির অপেক্ষায় অনাগত ভবিষ্যতের পথ চেয়ে বসেছিলেন। শৈশবে পুতুলখেলার মত নামমাত্র যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল, গুরুপ্রিয়া দেবীর জীবনে তা'র কিছুমাত্র তাৎপর্য্য ছিল না। সাধারণ দাম্পত্যজীবনের কোন অর্থই এঁর কাছে ছিল না। সাংসারিক বন্ধন বলতেও ছিল না কোন কিছু। এমন সময়ে মা এলেন অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এই নিরাভরণার জীবনে। কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো ধূসর জীবনের দিগন্তবিস্তৃত বেলাভূমি।

দেওঘর-বালানন্দ আশ্রমের স্বনামধন্য প্রাণগোপালবাবুকে শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম পার্ষদরূপে বর্ণনা করলে এক হিসাবে হয়তো একটু ভুলই হবে। কিন্তু একথা ঠিক যে, যাঁরা মাকে প্রথম থেকেই দেখেছিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে, দেখার সঙ্গে সঙ্গে—তাঁকে যথার্থ স্ব-স্ব রূপে চিনেছিলেন—প্রাণগোপালবাবু ছিলেন সেই ভাগ্যবান ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম। মহাভাব-রূপিণী জননীর স্বপ্রকাশ লক্ষণগুলি শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করে তিনি যে শুধু নিজেকেই বুঝিয়ে ছিলেন তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ভক্তগোষ্ঠীকেও বিশ্বাসে, ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। অথচ একথাও সত্য যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-বেদের এই প্রথম ভাষ্যকার আগাগোড়াই নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মায়ের জীবনের যতটুকু অংশ এযাবৎ লোকসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে তা'র কোন অধ্যায়েই এই আত্মবিলুপ্ত সত্যদ্রষ্টা নিজের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেননি।

মায়ের দু'একজন বিশিষ্ট পার্ষদের উল্লেখ করে এবারে আবার মায়ের কথায় ফিরে আসি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারাবাহিকতার কোন কথা এখানে আসে না—কারণ মায়ের জীবনের যে ধারা আমাদের চোখে পড়ে তা' কোন নদীর ধারার মত একমুখী বা একটানা একটি ধারা নয়। বহুধারার সংমিশ্রণে মায়ের জীবনের দিগন্তবিস্তৃত বেলাভূমিতে আমাদের কানে আসে সহস্রধারার কলনাদ। বিভিন্ন স্রোতগুলি একাকার হয়ে মিশে থাকে আদি অন্তহীন তরঙ্গলীলার বিপুল ঐক্যতানে। ছোটখাটো ঘটনারূপে যে বুদ্বুদগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—তাতে ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে ওঠে অলৌকিক দ্যুতির বর্ণোজ্জ্বল রামধনু; চকিত বিস্ময়ের দোলা লাগে মনে। পরক্ষণেই মনে হয় এ দ্যুতিও যেমন চকিত ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়, এ দোলাও তেমনি সামান্য একটি আভাস। মাকে স্ব-স্ব রূপে চেনা বা বোঝার দিক দিয়ে এরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন সাহায্যই করে না—কিন্তু তবু এরা সামান্যতম ইঙ্গিতরূপে, অকিঞ্চিৎকর আভাস-রূপে—মায়েরই ইঙ্গিত, মায়েরই আভাস। বস্তুতঃ বাস্তবিক বা কাল্পনিক কোন প্রকারের সীমারেখা দিয়েই যাঁকে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, যিনি সীমার মধ্যে থেকেও অসীম, রূপবিধৃত হয়েও অরূপবিদ্ধ—ঘটনাগুলি বাদ দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমরা বলতে গিয়ে বলবোই বা কি! যাঁর কথা কিছুই জানি না—তাঁরই সম্বন্ধে সামান্য দু'একটি ছোটখাটো কাহিনী বলেও যদি অন্ততঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করি, সেও যে আমাদের অনেক।

প্রথমেই বলে রাখা উচিত যে মায়ের জীবন-সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি অনুধাবন করলে এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাদের মধ্যে আর যা'ই থাক—মায়ের কোন পরিচয়ের স্বাক্ষর নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনাগুলি যে নিরর্থক তাও বলার উপায় নেই। অথচ ঠিক যে অর্থে আমরা তাদের গ্রহণ করতে পেলে খুসী হই—সে অর্থ তাদের নয়। সার্থক তা'রা কেবলমাত্র এই অর্থে যে—কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কোনরূপ যোগাযোগেই মাকে জানা যায় না। যে ভাবেই আমরা তাঁকে বোঝবার প্রয়াস করি না কেন—বোধাতীতা মা সেই ভাবেরও অতীত।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ৺পুরীধামে অবস্থান-কালীন ১৩৩৮ সালের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। মায়ের পরম ভক্ত নির্ম্মল-বাবুও সে'বার সপরিবারে মায়ের সঙ্গে পুরীধামে গিয়েছিলেন এবং মায়ের কাছেই ছিলেন। মায়ের চারিপাশে যথারীতি উৎসব-সমারোহ লেগেই থাকতো। এরই মাঝখানে হঠাৎ একদিন মা যেন কতকটা অসংলগ্নভাবেই বলে বস্‌লেন—"বিপদ আসছে! তোমরা কি করবে তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলো।" কোন্ দিক দিয়ে কোন্ বিপদের ভাবী আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করে মা এই কথা বললেন সে কথা ভেবে সবাই অল্পবিস্তর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লো কিন্তু পরক্ষণেই মা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে ভাবনাটার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। সেদিনকার ব্যাপার এই পর্য্যন্তই।

এর কয়েকদিন পরেই আর সকলের সঙ্গে মায়ের পুরীধাম ত্যাগ করবার কথা। সকলের অনুরোধে মা কিন্তু রথযাত্রা অবধি রয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। নির্ম্মলবাবুরা সপরিবারে কাশী-যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের যাত্রার প্রাক্কালে নির্ম্মলবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষ ও বিধবা কন্যাটি আরও কিছুদিন মায়ের কাছে থাকবার লোভে কিছুতেই কাশী যেতে চাইলো না। মা শুনে, ভালমন্দ কিছুই বললেন না। মায়ের ভাবভঙ্গী দেখে নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়তো বা মনে মনে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাই যাত্রাকালে মায়ের হাতে ছেলেমেয়ের হাত রেখে বল্‌লেন—"মা তোমারই হাতে এদের দিয়ে গেলাম—তুমি এদের দেখো।" মা একটু হাসলেন—কিন্তু কোন কথাই বল্‌লেন না।

নির্ম্মলবাবুরা পুরীধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন আর সন্তোষ মনের আনন্দে ছায়ার মত মায়ের কাছাকাছি অবস্থান করতে লাগলো। আট দিন পরে, সকালবেলা সবাই যখন প্রাত্যহিক ভ্রমণ সেরে ফিরে এসেছে—দেখা গেল সন্তোষ নেই। প্রথমটা সবাই মনে করেছিলো হয়তো বা কোথাও না কোথাও বেড়াতে গিয়ে তা'র দেরী হচ্ছে। কিন্তু যতই বেলা বাড়তে লাগলো, সন্তোষের জন্য সবাইকার মনে উদ্বেগ ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। অপরাহ্নের দিকে তা'কে পাওয়া গেল—প্রাণহীন অবস্থায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীর পিছনদিকে একটা কূপের মধ্যে পাওয়া গেল তা'র মৃতদেহ। বেচারার ছিল মৃগীরোগ। কখন কি প্রয়োজনে কেমন করে যে সে কূপের মধ্যে গিয়ে পড়লো—সে রহস্যের আর মীমাংসা হ'ল না।

মায়ের কাছে এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ যারা পৌঁছে দিল—তা'রা দেখলো মা এ সংবাদে একটুও বিচলিত হলেন না। তাদের বেশ বোধ হ'ল মা যেন পূর্ব্বাপর সব কথাই জানতেন বলে এমনতর সংবাদও অবিচলিত স্থিরভাবে গ্রহণ করলেন। যেন কিছুই হয়নি—মায়ের এমনি ভাব। মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হ'ল, বালুবেলায় যথাসময়ে চিতাগ্নিতে সন্তোষের নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হ'ল। সামান্য কর্ত্তব্যবোধেও মা ক্ষণিকের জন্য ঘটনাস্থলে এলেন না। যেখানে ছিলেন সেইখানেই থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনার্থী নরনারীর সঙ্গে শান্তভাবে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। মায়ের এই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার ভাব যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা যে বিস্মিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের মনে বিস্ময় ছাড়াও আর কি কি ভাব ফুটে উঠেছিল তাও অনুমান করা যায়। করুণাময়ী মায়ের মমতা-বিগলিত স্নেহার্দ্র স্বরূপটির সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে যাদের পরিচয় ছিল তাঁরা হয়তো এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে বেদনাবোধ করেছিলেন। হয়তো বা এই বেদনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই সত্যটিও ক্ষণিকের জন্য অনুভব করেছিলেন যে এই সর্ব্বভাবময়ী, প্রচলিত বা পরিচিত কোনরূপ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন।

সেদিন অনেক রাত্রিতে এই পাষাণভাবময়ীর বক্ষে মানবীমাতার আবির্ভাব ঘটলো। সারা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি ধরে মায়ের চোখে ঘুম নেই কান্নারও বিরাম নেই। কাছে যারা ছিলো তা'রা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো এত স্নেহ, এত শঙ্কা, এত শোকের আবেগ ফল্গুস্রোতের মত সারাদিন কোথায় আত্মগোপন করেছিল। তখনো হয়তো তা'রা আর একবার নূতন করে এই কথাটাই অনুভব করেছিলো যে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার অনুমানের চিরাচরিত ধারায় মায়ের যতটুকু আমরা জানি বলে মনে করি, সে জানা—বড় জোর, আমাদের অহমিকার জানা। সত্যের কাছ দিয়েও সে যায় না। কিন্তু অহমিকা ছাড়া যাদের কিছুমাত্র সম্বল নেই তা'রা তাহ'লে কিসের জোরে মাকে জানবে বা চিনবে? এর উত্তরে একটি কথাই শুধু বলা যায়। শিশু যেমন মায়ের কোলে শুয়ে মায়ের জোরেই মাকে জানে, ঠিক তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেই—যারা জানবার তা'রা একান্তভাবে মাকে জেনে নেবে, যারা বোঝবার তা'রা নিজের করে—নিজের মত করেই মাকে বুঝে নেবে। মা বলেছেন—"তুই ত তাঁকে ডাকিস না; তিনি নিজে তোকে আকুলভাবে না ডাকলে তোর সাধ্য কি যে তাঁকে ডেকে তুই আকুল হয়ে উঠতে পারিস!" থাক না অহং, থাক না অজ্ঞান। সব অহং সব অজ্ঞান নিয়েই অবোধ শিশুর মত যদি আমরা একবার মায়ের পায়ের কাছটিতে লুটিয়ে পড়তে পারি, বাকিটুকুর দায় তিনিই দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে গ্রহণ করবেন। তখনি দেখতে পাবো মায়ের দু'টি হাত দশ হাত হয়ে আমাদের দশদিকে বরাভয় বিস্তার করে দিয়েছে। প্রামাণ্যস্বরূপ মায়ের নিজের মুখের কথাগুলি তুলে দেওয়া হ'ল: "জীবনে ত বুদ্ধির খেলা কতই খেললি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হার-জিত যা' হবার অনেক ত হ'ল। আর কেন? এবার সব ছেড়েছুড়ে নিরাশ্রয়ের মত তাঁরই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্ দেখি, নিজের বা পরের কোনরকমের ভাবনাই তোকে আর ভাবতে হবে না!"

আশার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দিগ্ধ মন তথাপি যদি বলে—"নিরাশ্রয় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মনের জোর পাই কোথায়?—তা'র উত্তরে মা বলেছেন—"চাইলেই পাবি। ঝাঁপিয়ে পড়ার এক আধটুকু ইচ্ছে হয়েছে বলেই না আসা যাওয়া সুরু করেছিস। তোর এই ক্ষীণ ইচ্ছাটুকুর মধ্যেই একদিন দেখবি প্রবল গতিবেগ নিয়ে তাঁর ইচ্ছার স্রোত নেবে আসবে। এই আবির্ভাব যখন ঘটবে সেদিন তোর ইচ্ছা বলে আর কিছুই থাকবে না, সকলই কেবল এক শক্তিময়ের বিচিত্র প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে বাইরে ভিতরে অনুভূতি হবে। এমনি ভাবে যখনি তোর ডাকায় জোর আসবে তখনি দেখবি জড়তার গ্রন্থিগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আর চন্দ্র-সূর্য্যের আলোর মত প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি কেমন করে তিনি সর্ব্বত্র জুড়ে রয়েছেন।"

শ্রীশ্রীমায়েয় মুখের কথার সঙ্কলন এখানে করা যাবে না কারণ নিত্য-উৎসারিত অনাদি-অনন্ত গোমুখি ধারার মতই তার সীমা নেই সংখ্যা নেই। "ভাষা অর্থ ভেসে থাকা, মানুষ না ভাসলে ভাষা বা'র হয় না"—এ কথাটাও মায়েরই—কিন্তু প্রযোজ্য সাধারণ কথার—মালা-গাঁথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে; অপৌরুষেয় মহাবাণীর ক্ষেত্রে নয়। কারণ মা যখন কথা বলেন তখন কথাগুলি আর বলা-কথা বা লেখা-কথার মত থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের পিছনে কি যেন একটা দ্যুতিময়, দীপ্তিময়, প্রাণময়, চৈতন্যময়, বাঙ্ময় সত্বা জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ওঠে। মা যখন হাসেন—মনে হয় সে যেন চিন্ময়ীর হাসি—মনে হয় সে যেন একটা দেহবন্ধন-মুক্ত প্রাণশক্তির সঙ্গীত-ঝঙ্কার। একদিকে যেমন সে বুকভরা, মুখভরা, প্রাণভরা হাসি আর একদিকে আবার সে আকাশের আলোর মত সমুদ্রের ধ্বনির মত তরঙ্গময়। মনে হয় যেন মায়ের দেহের সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে অজস্র-ধারায় হাসির বিদ্যুৎ দশদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে আর আনন্দ হয়ে সমগ্র বিশ্বকে অভিষিক্ত করে দিচ্ছে। আনন্দের মধ্যে যার নিত্যদিনের অবস্থিতি—একমাত্র সে ছাড়া এমন হাসি বুঝি আর কেউ কখনো হাসতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে দেখেছি কতোটুকুই বা? মা'র কথা শুনেছি কতোটুকুই বা? বন্ধুবর "গঙ্গাসমীরণ"-এর "মায়ের মুখের কথা"—সম্বন্ধে আগ্রহও আছে, সংগ্রহও আছে। তা'কে অনুরোধ করলাম এই পুস্তিকাতে প্রকাশের জন্য একটি অধ্যায় লিখে দিতে। সে বললে "অসম্ভব! মা'র কথা লিখে শেষ করা যায় না। আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে—নিষ্প্রয়োজন; ঐ এক "মা" শব্দের মধ্যেই সব কথা রয়েছে; যা'র কাছে যতোটুকু অর্থ নিজে থেকে ধরা দেবে, তা'র কাছে ততটুকুই সত্য।" তবুও বললাম—কিছু লেখ। বন্ধুবর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ রাজি হয়ে গেল। বললে "বেশ, যা' শুনেছি তাই লিখে যাবো; নিজেও কিছু বুঝিনি, আর পাঠকরা কে কি বুঝবে তাও জানি না। পুরীতে দেখলাম এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাঁটি ফরাসী ডাক্তার নির্নিমেষ নয়নে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মা'র কথা শুনছেন অথচ বাঙ্গলার বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি মা'র কথা কিছু বোঝেন?' তিনি ধীরগম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন 'না, কিন্তু কেই বা বোঝে?' গঙ্গাসমীরণ বলে, মাকে বোঝার এইটিই হচ্ছে চাবিকাঠি—বাঙ্গলা জানলেই মাকে জানা যায় না; বাঙ্গলা না জেনেও মাকে চেনা যেতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের মুখের কথা।

মাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম "প্রণবের অর্থ কি?" উত্তর যা' পেয়েছিলাম, পুঁথির পাতায় তেমনটি কখনও পড়িনি। মনে হ'ল—আকাশের সূর্য্য এবং কাগজে আঁকা সূর্য্যের মধ্যে যে পার্থক্য, মায়ের মুখের কথা এবং পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেও সেই পার্থক্য। প্রণবের সেই ব্যাখ্যাটি লিপিবদ্ধ করতে চাই না—পারবোও না। উপসংহারে মা যা' বলেছিলেন, সেই কথাটুকুই বর্ত্তমান রচনার উপযুক্ত উপক্রমণিকা। মা বললেন "তোমার এখন যেটুকু দরকার সেইটুকুই বলা হয়ে গেল। অন্য সময়ে হয়তো আরও কিছু বলা হবে। এই একই প্রশ্ন অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করলে হয়তো অন্য রকম উত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বুক-ভরা হাসি তোর মুখ-ভরা মা
প্রাণ-হরা হাসি তোর, ভালবাসি মা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুন্তল কৌমুদী কৃষ্ণচূড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসতো। যখন যা'র কাছে যেটা হ'য়ে যায়। যে আমাকে যেমন ভাবে বাজায়, সে তেমনি সুর শুনতে পায়।"

মায়ের মুখের কথার বহুধাবিচিত্র প্রকাশ। শ্রোতার আধার ভেদে এবং অধিকার ভেদে তা'র নব নবায়মানা মূর্ত্তি। মায়ের ছবি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। হাজার হাজার ফটো তোলা হয়েছে মা'র। এ যেন নব নব ভাবতরঙ্গকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা, ক্যামেরার সাহায্যে—আলো-ছায়ার খেলাঘরে। যখন যার কাছে যে-ভাবটি ধরা দেয়, তখন তা'র কাছে সেইটুকুই সত্য।

ছবির উদ্দেশ্য যা', লেখারও উদ্দেশ্য তাই—নিত্য-নূতন লীলার খণ্ড খণ্ড অবস্থাকে রূপ দেওয়ার আনন্দ। দুইয়েরই সার্থকতা রয়েছে আমাদের দিক থেকে। মা কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইয়েরই বাইরে। রেখা বা লেখা দিয়ে কে কবে মাকে বাঁধতে পেরেছে? ছবির কারবার তো আলো আর ছায়া নিয়ে। মা যে আমার "আঁধার পেরিয়ে আলা!" লেখার কারবার তো কথা নিয়ে। কিন্তু মা যে বলেছেন "কথা মানে থাক'।" অর্থাৎ যা'রা শুধু কথা নিয়ে রত, তা'রা কথাতেই পড়ে থাকে, ভগবানের কাছে অগ্রসর হতে পারে না। মা'র পরিভাষাতে সে-সব লোকের দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। "দুর্ব্বুদ্ধি"—শব্দটি মা ব্যবহার করেন বিশেষ অর্থে, যা' অভিধানে পাওয়া যায় না। মা বলেন, "দুর্ব্বুদ্ধি মানে দূর বুদ্ধি—ভগবান্ দূরে র'য়েছেন এই বোধ।" এই "দুর্ব্বুদ্ধি" দূর করবার জন্য মা মন্ত্র (মন্‌তর্) রচনা করেছেন:—"হরি-কথাই কথা, আর সব বৃথা, ব্যথা।" "মন্‌তর্" মানে মা বলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মন তোর" অর্থাৎ সেই বীজ যা'কে আশ্রয় করলে তোমার মন তোমার অধীন হবে, অথবা যার বলে তুমি ভগবান্‌কে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বলতে পারবে "আমার মন তোমারই।" হরিকথা ছাড়া আর যা' কিছু, মা বলেছেন সে-সব শব। তা'র পরিণাম মৃত্যু, অমৃত নয়।

হরিকথার নামে যদি কেউ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চায়, অন্তঃসারশূন্য তর্ক ও বিদ্যাপ্রদর্শনীর আড়ম্বর করে, মা তা'কে নিয়ে বড়ো মিষ্টি খেলা খেলেন। শিশুর মতন মিনতি ক'রে মা বলেন, "কোন্‌টা ঠিক তুমিই বলে দাও না, বাবা। আমি তোমার ছোট্ট মেয়ে, আমাকে তো লেখাপড়া শেখাওনি; আবোল-তাবোল কত কী আমি বলি। তোমাদের শাস্ত্রে কী বলে একটু বুঝিয়ে দাও না।" প্রশংসাপুষ্ট দম্ভ অহৈতুকী আত্মপ্রসাদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; পণ্ডিত পুঁথি আওড়াতে থাকেন—যেন অজীর্ণ রোগীর উদ্‌গার। মা হাসেন; আরও শিখতে চান। পণ্ডিত উৎসাহিত হন; আরও উচ্চৈঃস্বরে পুঁথির ব্যাখ্যা করেন; মা'র শান্ত স্বভাব ও দেহের সুলক্ষণ দেখে হয়তো বা মনে মনে ভাবেন "সাধন-ভজন করলে মেয়েটির কিছু হবে।" অন্তর্য্যামী মেয়েটি হাসে। সে কী প্রাণহরা হাসি। পণ্ডিতের চোখে ধাঁধাঁ লাগে। মা যে বড়ো মিষ্টি। বার বার মা'র কাছে আসতে ইচ্ছা করে; দেখা না হ'লে প্রাণ ব্যাকুল হয়; দেখা হলে কেমন কেমন যেন শাস্ত্র বিস্মরণ হ'য়ে যায়। তাইতো, একি ব্যাপার! নিছক ভাব-প্রবণতা নয় তো! না, তা' তো নয়। মা'র কথার মধ্যে যে শাস্ত্রবচনের সার পাওয়া যাচ্ছে—যেন সত্যদর্শনের আলোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভাসিত। পণ্ডিতের মনে যে-জ্ঞান ছিল অস্পষ্ট, আব্‌ছায়া, তা' যেন মা'র সংস্পর্শে হয়ে গেল—সহজ, স্বচ্ছ। তখন তাঁর জিজ্ঞাসা জাগে "কে তুমি মহীয়সী, তোমাকে যে বোঝা দরকার।" শান্ত, দৃঢ়স্বরে মা বলেন, "বাবা, তোমাদের ঐ বোঝা মানে তো বোঝা অর্থাৎ ভার মাত্র।" অবশেষে পণ্ডিত হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "বুঝতে তোমাকে পারবো না জানি। তবু বলো মা, তুমি কী।" মা বলেন, "আমি যা', তা'। যে আমাকে যে-চোখে দেখে, তা'র কাছে আমি তা'-ই।" পণ্ডিত দিশাহারা হ'য়ে যান। সহসা তাঁর কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ হয়ঃ— "হা ভগবান্, হা ভগবান্, হা ভগবান্!" মা গাইছেন। গানের পদ হয়তো কিছুই নেই। ঐ একটি কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে, নানা সুরে, নানা রঙ্গে মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাইছেন। সারাটি অঙ্গে দিব্যকান্তি, উদাস-বিহ্বল দৃষ্টি! কী সে মধুর ঝঙ্কার, কী সে ব্যাকুল আহ্বান। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে পণ্ডিত নীরব, নিশ্চল—মনে মনে মাতৃবন্দনা-রত "এই তো আমার মা!"

জলে পূর্ণ হ'লে কলসীর শব্দ থাকে না। সেই পূর্ণতা অর্জ্জনের জন্য মা কোনও কোনও সাধককে একটি "শর্টকাট" (short-cut) শিখিয়ে দেন—শূন্যতাসাধন। মৌনব্রত অবলম্বনের আদেশ দিয়ে মা বলেন, "যতোটা নিজেকে খালি ক'রে দিতে পারবে পরমার্থের দিকে, তিনি ততোটাই তোমাকে ভর্ত্তি করে দিবেন।"

কৃপার দোহাই দিয়ে অনেকে মা'র কাছে অনেক রকম বাক্‌চাতুরী করতে আসে। মা তাদের এক কথায় নিরুত্তর করে দেন—"কৃপা মানে করো, পাও—করলেই পাবে।" মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব বেশী জোর দিয়ে বলেন—কাজ করে যাও; নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে বসে কেবল হচ্ছে না হচ্ছে না বললে কোনও ফল হবে না। সংকল্প করতে হবে, বিরুদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, বিকৃত রুচিকে জয় করতে হবে, গুরুর আদেশ শ্রদ্ধাসহকারে পালন করতে হবে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—ভগবান্‌কে সদাসর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। নিজেকে পাপী মনে করা মা'র নিষেধ। তিনি বলেন—পৃথিবীতে এতো বস্তু নেই যা' আগুন পুড়িয়ে শেষ করতে না পারে; তেমনি জগতে এতো পাপ থাকতে পারে না যা' নাম দ্বারা দগ্ধ করা সম্ভব নয়। নামের শক্তি অসীম। শ্বাসে শ্বাসে নাম আয়ত্ত হলে, সাধকের সাহায্যকল্পে দৈবশক্তির অবতরণ হয়।

কৃপার "কৃ"—অংশে যদি ফাঁকি না থাকে, তা'হলে মা বলেছেন—"পাওয়াটা" আপনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে যায়; চাওয়া মানেই পাওয়া—দুটো আলাদা জিনিষ নয়; চাইতে জানা চাই, চাওয়া আন্তরিক হওয়া চাই। মা আরও বলেন, "পাবোই—এই বিশ্বাস আন্তরিক এবং দৃঢ় হওয়া দরকার, তা' না হলে ফল হয় না।" পাথর ঘষতে ঘষতে আগুন জ্বলে। কবে জ্বলবে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু ঘষাটা চলতে থাকলে একদিন না একদিন জ্বলবেই। তেমনি মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে জল মিলবেই, একদিন না একদিন। মায়ের শিক্ষা এই—আগুন জ্বলবেই, জল মিলবেই—এ ভরসা নিঃসন্দেহচিত্তে রাখতে হবে; তবেই কৃপার আবির্ভাব সুনিশ্চিত।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের উত্তরে মা'র মুখ থেকে ভগবৎ কৃপা সম্বন্ধে আরও যা' শুনেছি তা'র সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিপিবদ্ধ করছি। যতোদূর মনে আছে মা'র ভাষা অবিকল রাখতে চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন—আমার করার অপেক্ষায় যদি ভগবৎ কৃপা ব'সে থাকে, তবে তাঁর কৃপাকে অহৈতুকী বলা তো ভুল।

উত্তর—নিশ্চয় নয়। কৃপা যে অহৈতুকী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। কৃপা না থাকলে তোমরা থাকতে কোথায়? করুণাসাগর তিনি। তোমাদের শূন্যঘট পূর্ণ করবার জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা নেই। তোমরা নিতে জানো না এই তাঁর দুঃখ। তোমাদের একেই তো সব ছোট্ট ছোট্ট আধার; বেশী কৃপা ধরে না। তা'র উপর আবার নিজের নিজের ঘট উল্টো ক'রে রেখেছ—যেটুকু কৃপা পাচ্ছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাও প'ড়ে যাচ্ছে, ধ'রে রাখতে পারছ না।

প্রশ্ন—তা'হলে কি আপনি বলছেন কৃপা পুরুষকার সাপেক্ষ ?

উত্তর—নিশ্চয়। কিন্তু পুরুষকার মানে কি জান ত ?—পরম পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা।

প্রশ্ন—কৃপাবলে কি সব কিছু সম্ভব ?

উত্তর—অবশ্যই।

প্রশ্ন—তা'হলে আমার মত পাপী উদ্ধার হচ্ছে না কেন ? তিনি ইচ্ছা করলে তো সব পারেন! এই ইচ্ছা করছেন না কেন ?

উত্তর—তিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন এটা ঠিক। কিন্তু হঠাৎ যদি কৃপার বন্যা এসে পড়ে তুমি তো তা' সহ্য করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারবে না। তোমার যে এখনো সময় হয়নি। তোমার যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু পাচ্ছ। যেটুকু আকাঙ্ক্ষা, সেটুকু পাবে।

প্রশ্ন—অনেক সময়ে দেখা যায় ভাল ভাল লোক রোগ-শোক-দারিদ্র্যে কষ্ট পায়। তাদের উপর ভগবানের কৃপা হয় না কেন ?

উত্তর—কৃপাই তো অনেক সময়ে দুঃখের বেশে, বিপদের বেশে দেখা দেয়। মা যেমন কতো সময়ে ছেলেকে থাপ্পড় মেরে শিক্ষা দেয়—তেমনি। ভগবানের থাপ্পড়কে যে কৃপা বলে চিনতে পারে সেই ব্যক্তিই কৃপার উপযুক্ত পাত্র।

প্রশ্ন—যা' কিছু ঘটছে তারই মধ্যে তাঁর কৃপাদর্শন করার শক্তি কেমন ক'রে পাওয়া যায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তা' হলে তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। তিনি হাত বাড়িয়েই আছেন। তোমরা একবার হাতটি ধরলেই তিনি কৃতার্থ।

কোনও কোনও সাধককে মা একথাও বলেন, "ভগবান্ আসবেন, ভগবানকে পাবো—এ-ধরণের প্রশ্নই ওঠে না। ভগবান্ তো রয়েছেনই আমার মধ্যে, আমি তাঁকে পেয়েছি, আমিই তো তিনি—এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। তিনি ছাড়া যে কিছুই নেই। সব এক। সেই যে তোমরা কি একটা বলো 'অল্ ওয়ান' (all one) না কী? সেই।"

এতো উচ্চস্তরের কথা মা সকলকে বলেন না। মা'র কাছে বহু লোক আসে—বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কতো অন্যায় আবদার, কতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসঙ্গত অভিযোগ, কতো উদ্ধত প্রশ্ন, কতো অপ্রাসঙ্গিক কথা মাকে সহ্য করতে হয়। মা কিন্তু হাসিমুখে প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু উত্তর দেন, কা'কেও বিমুখ করেন না। কা'র মধ্যে কতোটুকু ফাঁকি আর কতোটুকু খাঁটি তা' মা'র কাছে ধরা প'ড়ে যায়, যে যতোই সাজিয়ে কথা বলুক না কেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মা'র প্রশ্নোত্তরের নমুনা দিই। ভাবার্থ যথাযথ ; ভাষাতে লেখকের রং আছে।

প্রশ্ন—মা, কিছুদিন যাবৎ আমার আর সংসার ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে যেন আমার কুণ্ডলিনী জাগছে।

উত্তর—বাবা, "আমার কুণ্ডলিনী" এই বোধ যতোদিন থাকবে, ততোদিন কুলকুণ্ডলিনী তো জাগবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন—চিত্ত স্থির করবার জন্য এতো সাধনা করছি। তবুও কিছু হচ্ছে না। উপায় কি ?

উত্তর—কি আর সাধনা করছো বাবা ? ক্ষিদে তো এখনও হয়নি। আর, চিত্ত স্থিরের কথা বলছ ? লক্ষ্যটা স্থির হোক্, তবে তো চিত্ত স্থির হবে। তোমাদের লক্ষ্য কী ?—অর্থ, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা। এর মধ্যে কোনওটাই স্থির নয়। একমাত্র স্থির বস্তু ভগবান্। তাঁকে যদি সত্যি চাও, চিত্ত স্থির হবে। চিত্ত স্থির করবার আন্তরিক চেষ্টা থাকলে তিনি নিজে এসে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন—আমি নিয়মিত প্রণব উচ্চারণ করি—কাছাকাছি তখন স্ত্রী বা শূদ্রকে আসতে দিই না। উচ্চারণটা আমি ঠিক করছি কি না দেখ তো ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—বাবা, তুমি কি মনে করছ তুমি পুরুষ? তা ছাড়া, "আমি উচ্চারণ করছি" এই বোধ নিয়ে তো প্রণব উচ্চারণ করতে পারবে না। প্রণবের উচ্চারণ অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে যায়, করতে হয় না। সেই আদি শব্দব্রহ্ম যখন চিত্তে জেগে ওঠেন, তখন তিনি নিজে থেকে উচ্চারিত হন। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ।

প্রশ্ন—মা, স্বামীজী উপদেশ দিয়েছেন—তোমার প্রতি এমন ভাব হওয়া উচিত যে কিছু চাই না, তোমার যা' খুসী দাও, আমার কিছু প্রার্থনা নেই। এই উপদেশ আমি পালন করছি। কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে—তোমার কাছ থেকে আদর পাবার আকাঙ্ক্ষা তো থেকেই যাচ্ছে। ওটাও তো একটা দুর্ব্বলতা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—বাবা, তুমি কি সব দুর্ব্বলতা জয় করেছো, যে ঐ দুর্ব্বলতার জন্য এতো ভাবনা। ওটুকু দুর্ব্বলতা থাক্, ওতে কোনও বিপদ্ নেই।

মা'র পুঁজিতে ছোট-বড় অনেক রকম গল্প আছে। মা বলেন, তাঁর "মুড্" (mood) যখন "জলি" (jolly) থাকে তখন "আপ্সে আপ্" অনেক গল্প এসে যায়। অনেকের অভিযোগ আছে যে মা'র কাছে সব সময়ে ভীড় আর গোলমাল, নির্জ্জনে মাকে পাবার উপায় নেই। এ কথা শুনে মা একটি গল্প বলেন। এক ভদ্রলোকের হাট থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। হাটের কাছাকাছি গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন ভীষণ গোলমাল। ভাবলেন এতো ভীড়ের ভিতর যাওয়ার দরকার নেই; গোলমাল চুকে যাক্, তারপরে যাবো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার পর কলরব শান্ত হ'ল। ভদ্রলোক তখন হাটে ঢুকলেন এবং দেখলেন "গোলও নেই, মালও সব উঠে গেছে।" এই উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে মা শিক্ষা দেন যে বাইরের গোলমাল উপেক্ষা ক'রে নিজের কাজ করতে হবে—জনারণ্যের মাঝখানেও নির্জ্জনভাবে মাকে পাওয়া যাবে নিজের মনের গহনে।

বদ্ধজীব সংসার নিয়ে মত্ত। তা'রা ভগবান্‌কে চায় না, পেলেও সহ্য করতে পারে না। তাদের রুচিতে বিষয়-সুখই প্রিয়তর। বিষয় ছাড়তে হলে তা'রা অসন্তুষ্ট। এই মনোবৃত্তির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি গল্প মা আমদানী করেছেন বৃন্দাবন অঞ্চল থেকে। বাঙ্গলাতে তা'র নাম দেওয়া যেতে পারে "বরাহের বৈকুণ্ঠ বর্জ্জন"—উপাখ্যান। গল্পটি এই ঃ—শ্রীভগবানের আদেশে একদিন নারদ মর্ত্ত্যধামে অবতরণ ক'রে এক শূকরীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈকুণ্ঠবাসের নিমন্ত্রণ করলেন। শূকরী তা'র স্বামীকে এই সমাচার জানিয়ে বলল, "চলো না দিনকতক চেঞ্জে ঘুরে আসি বৈকুণ্ঠে।" সুবিজ্ঞ শূকর-পুঙ্গব বললেন, "তাইতো! বৈকুণ্ঠে খাদ্যদ্রব্য কি রকম পাওয়া যাবে সেটা তো নিশ্চিত ক'রে জানা দরকার প্রথমে।" একথা শুনে নারদ বললেন, "বৈকুণ্ঠে কারও কোনও চিন্তা নেই; তোমরা স্বয়ং নারায়ণের অতিথি, তোমাদের অন্নচিন্তা থাকবে এ একটা কথা! চলো আমার সঙ্গে। তোমরা মহানন্দে থাকবে বৈকুণ্ঠে—সেখানে সবকিছু সুন্দর, সবকিছু পবিত্র।" তখন বরাহ-প্রবর জিজ্ঞাসা করলেন "আমাদের প্রিয় খাদ্য বিষ্ঠা নিত্য পাব তো?" নারদকে স্বীকার করতেই হ'ল যে উক্ত বস্তু বৈকুণ্ঠে দুর্লভ। তৎক্ষণাৎ বরাহ-দম্পতী সমস্বরে নারদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ঠাসক্ত বরাহের বৈকুণ্ঠ-বর্জ্জন উপাখ্যানটির বিস্তারিত বর্ণনা মা'র মুখে শুনেছি। শূকর-দম্পতীর কথোপকথনের উপর মা'র যথাযথ টিপ্পনী, ভাষ্য ও হাস্যের উচ্ছলতায় বিষয়টি রস ও রহস্যে ভরপূর হ'য়ে ওঠে।

মায়ের মুখের কথার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেই একই কথা অন্যের মুখ থেকে যখন আসে, তা'র আসল রূপ বদলে যায়। শব্দগুলি হয়তো সমান থাকতে পারে। ব্যাকরণ ও বিন্যাসের দিক দিয়ে তা'কে আরও পালিশ করা যেতে পারে। কিন্তু মায়ের মুখের কথা যে মা-ময়। তেমনটি তো আর অন্যত্র সম্ভব নয়।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী উচ্চারণে, সুমধুর স্মিতহাস্যে মা যখন বলেন, "অল্ ওয়ান্" (all one) সে সময়ে যে-সুধাবর্ষণ হয়, তা'র মাধুর্য্য ও উচ্ছলতা অতুলনীয়। "All" এবং "One"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরেজী এই দু'টি শব্দের মধ্যে এমন কিছু যাদু নেই। "সবই এক" এই অনুবাদের মধ্যে গভীর তত্ত্ব আছে—তা'তে মাথা ধ'রে যায়। কিন্তু মায়ের মুখ থেকে যখন "অল্ ওয়ান্"—মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়, মনে হয় যেন "অল" মায়ের কাছে বাঁধা পড়েছে "ওয়ান্" রূপে। "অল্-ওয়ান্"কে নিয়ে মা যেন খেলা করছেন—বন্ধনমুক্তির নিত্যলীলা। সেখানে তত্ত্বকথা রসঘন।

মায়ের এক একটি বাণীর অন্তরালে এক একটি চিত্র ভেসে ওঠে—তা' ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, তুলি দিয়েও নয়। তাঁর উপস্থিতিতে যে শুদ্ধসত্ত্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা' বর্ণনার বস্তু নয়, অনুভূতির বিষয়। শব্দব্রহ্মের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝঙ্কার মাতৃকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীতে একটি অভিনব স্পন্দন সৃষ্টি করে; সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিমতী বাণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে যায় তা'র মানসমন্দিরে। ছাপার অক্ষরে এ বস্তুর প্রতিভাস দেওয়া সম্ভব নয়, আভাসমাত্র দেওয়া যেতেও পারে হয়তো।

মায়ের মুখের কথা শুনতে পাওয়া যায় অবিরল ধারায় মা যখন বিরাজ করেন প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে, জনহীন স্থানে। সে রূপ দেখেছি সীমাহীন সমুদ্রের বেলাভূমিতে; দেখেছি বিন্ধ্যাচলে, গঙ্গামেখলাবেষ্টিত গিরিবক্ষে। হ্লাদিনী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় মা আনন্দময়ীর মুখনিঃসৃত বাণী যেন অমৃতরসধারা। কিন্তু বৈখরী বাণী তো আর মাতৃপরিচয়ের যথেষ্ট মাধ্যম নয়। পরাবাণী আয়ত্ত হ'লে তবেই মায়ের মুখের কথা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। সে-শক্তি মাতৃকৃপাসাপেক্ষ।

শিবরাত্রি
১৩৫৮ } গঙ্গাসমীরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়্যৈ নমঃ

৺ভাইজীকৃত মাতৃবন্দনাষ্টক। *

জয় হৃদয়বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী শ্রীআনন্দময়ী মা,
ভুবন উজলা, জননী নির্ম্মলা, পুণ্য বিস্তারিণী মা।
রাজরাজেশ্বরী, স্বাহা, স্বধা, গৌরী প্রণবরূপিণী মা,
সৌম্যাসৌম্যতরা, সত্যামনোহরা, পূর্ণপরাৎপরা মা।
রবিশশিকুণ্ডলা, মহাব্যোমকুন্তলা, বিশ্বরূপিণী মা,
ঐশ্বর্য্যভাতিমা, মাধুর্য্যপ্রতিমা, মহিমামণ্ডিতা মা।
রমা মনোরমা, শান্তি শান্তা ক্ষমা, সর্ব্বদেবময়ী মা,
সুখদা, বরদা, ভকতি-জ্ঞানদা, কৈবল্যদায়িণী মা।
বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বপালিনী, বিশ্বসংহারিণী মা,
ভক্তপ্রাণরূপা, মূর্ত্তিমতী-কৃপা, ত্রিলোকতারিণী মা।
কার্যকারণভূতা, ভেদাভেদাতীতা, পরমদেবতা মা,
বিদ্যাবিনোদিনী, যোগীজনরঞ্জিনী, ভবভয়ভঞ্জিনী মা।

---

* ভাইজীর পরিচয় ৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রবীজাত্মিকা, বেদপ্রকাশিকা, নিখিলব্যাপিকা মা,
সগুণা-সরূপা, নির্গুণা নিরূপা, মহাভাবময়ী মা।
মুগ্ধ চরাচর গাহে নিরন্তর তব নাম-মাধুরী মা,
(মোরা) মিলি প্রাণে প্রাণে প্রণমি চরণে জয়, জয়, জয়, মা।

ভজ মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা।
জপ মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা।

মা

রূপ-অরূপের আড়াল ঠেলি
বিশ্বব্যথার গহন বনে—
তোমার মহাপ্রকাশ মাগো
দিবস নিশার সন্ধিক্ষণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়ায় মায়ায়, আলোয় ছায়ায়,
দৃষ্টি তোমার সীমা না পায় ;
—নয়ন মুদে তাই ডাকি, মা,
মন হয়ে মোর এস মনে ।

এই ত নিরানন্দ ভুবন,
ক্লান্ত নয়ন রৌদ্রতাপে—
রিক্ত হৃদয় বক্ষে বসি
অহর্নিশি ব্যথায় কাঁপে ;

এইখানে মা চরণ রাখি
বাহির ভিতর দাঁড়াও ঢাকি ঃ
তুমিই যে আনন্দময়ী
জানাও আমায় সঙ্গোপনে ।

—বিভুপদ কীর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজানা মা

তোর কথা মা কি বা জানি—
যা জানি তাই আর কে জানে—
আমার মনের গোপন বেদন
কইবো মা তোর কানে কানে ঃ

কথা হবে তোমায় আমায়
আঁধার আলোয় অসীম সীমায় ঃ
মৌন আমার মুখর হবে
তোমায় জানার অভিমানে !

(মা তোর) নাম শুনেছি মুখ দেখেছি
আর কি পাওয়ার বাকি আছে
সহজ পুণ্যে এলাম কি মা—
ভুবন ঘুরে তোমার কাছে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানায় বোঝায় কাজ কি মা আর
এই ত তুমিই আছো আমার—
মায়ের কোলের অবোধ শিশু
বাঁধা মায়ের মায়ার টানে।

—বিভুপদ কীর্ত্তি

সৃষ্টিছাড়া মা

পায়ের ধূলো পরাণ খুলে
দিস্‌নে কেন বল ?
কৃপাময়ী কৃপণ কেন
দিতে চরণ তল ?

পাপ যদি মা ক'রেই থাকি
তাই ব'লে কি দিবি ফাঁকি ?
বসন দিয়ে রাখবি ঢাকি
চরণ শ্রীকমল ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিছাড়া খেয়াল হেন
পায় না শোভা মা'র
মায়ের-পায়ের-পরশ-পূজা
ছেলের অধিকার

নিদ্রিতা যে কুণ্ডলিনী
চাই মা তোমার পরশমণি
স্পর্শ করো মা-নন্দিনী
ফুটবে শতদল।

"গঙ্গাসমীরণ"

ভক্তি-হীনের মা

তোমার পায়ে প্রণতি মোর
সহজ যখন হবে
সেদিন তোমার চরণ দুটি
আমার মাথায় র'বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত যবে মেঘের মত
আপনি হবে অবনত
অম্‌নি মাটীর তৃষ্ণা-বাহু
আপন প্রাপ্য লবে।

যে-শির আমার লুটাতে চাই
আজ-ও সে উদ্ধত,
চরণধূলির অণুর মত
হয়নি অণু-গত।

প্রণতি-হীন প্রণামটিরে
তাই বুঝিগো দাও মা ফিরে
পূজা আমার পায়নাকো ঠাঁই
তোমার উৎসবে ?

—বিভুপদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দিনী-মা।

বুক-ভরা হাসি তোর
মুখ-ভরা মা
প্রাণ-হরা হাসি তোর
ভালবাসি মা।

তোর কণ্ঠের সঙ্গীতে বিশ্ব বীণা
অঙ্গের কান্তিতে দিব্য বিভা
কুন্তল কৌমুদী কৃষ্ণ চূড়া
আনন্দময়ী তুই নন্দিনী মা।

অন্তর জাগে তোর
মন্‌তরে মা
স্পন্দন লাগে হৃদি
কন্দরে মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুম্বক টানে তোর আঁখি-তারা
উন্মন করে মন বাণী-হারা
বন্ধন-মুক্তির নিত্য লীলা
বন্দিনী ভক্তের মন্দিরে মা।

"গঙ্গাসমীরণ"

ঘুম-ভাঙানি-মা।

কতো লীলায় জাগাও মাগো
এই নিখিলের চিত্তটিরে
কভু হাসির লহর লীলায়
কভু ব্যথার আঁখিনীরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় ব'সে করো খেলা
ভাঙ্গ' গড়' মোহন মেলা
ছলোছলো স্রোতগুলি কয়
হারানো-সুর পেলাম ফিরে।

না জানি কোন্ আপন-ভোলা
স্মরণহীন মরণ ক্ষণে
সাগর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম
কবে কোথায় নেইকো মনে।

কী মন্ত্রে মা সেই স্মৃতিরে
জাগালে এই সাগর তীরে,
তোমায় আমি হারিয়েছিলাম
নতুন ক'রে পেলাম ফিরে।

—বিভুপদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী।

Ma Anandamayee—by devotees (being a Symposium contributed, among others, by Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj, Dr. Mahendranath Sarkar, Dr Nalini Kanta Brahma, Dr. M Hafiz Syed, Sri Dilip Kumar Roy and Sri Barindra Kumar Ghosh.

১। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী।

২। সদ্ বাণী—শ্রীশ্রীমায়ের বাণী—১৲

৩। মা আনন্দময়ীর আগমনে—
শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—॥৵০

৪। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—
শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত—১৲

৫। মাতৃদর্শন—ভাইজী

৬। আনন্দময়ী (১ম ও ২য় ভাগ)—"অভয়" ।০

৭। মা আনন্দময়ীর সঙ্গে মহাত্মা ইত্যাদি—"অভয়" ।০

৮। মা আনন্দময়ীর বাণী—"অভয়" ॥০

৯। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—"অভয়" ।৵০

১০। আনন্দময়ী মা—"অভয়" ৵০

১১। অখণ্ড ভাবঘন মূর্ত্তি মা—"অভয়" ।০

১২। মা আনন্দময়ীর কথা—"অভয়" ॥০

১৩। গীতা জয়ন্তী (মাতৃস্তোত্র) ।০

১৪। নন্দিনী-মা

(হিন্দী) মা আনন্দময়ী—ডাঃ পান্নালাল।
,, সদ্‌বাণী—
,, মা কী বাত—

প্রাপ্তিস্থান : **আনন্দময়ী আশ্রম**
বি, ২-৯৪ ভদৈনী, বানারস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

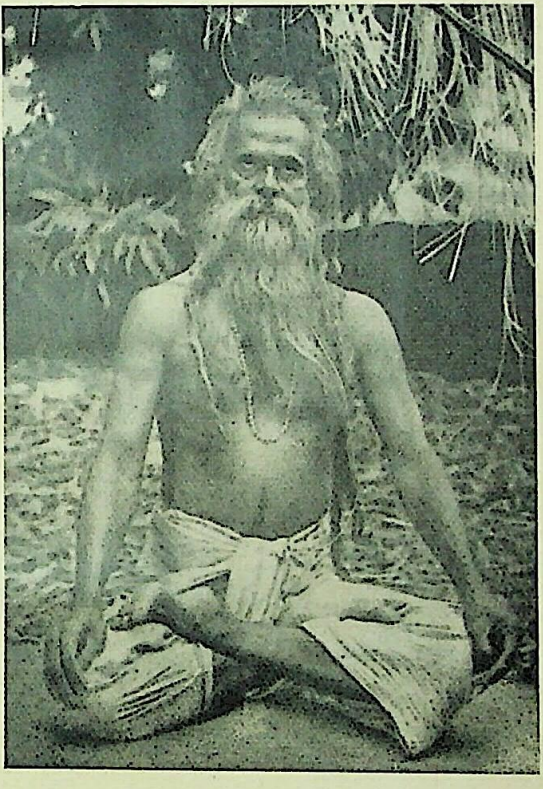

বাবা ভোলানাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanas

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi